দৈনিক ইনকিলাব

NOV. 04 2002
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

আল-কোরআন একাডেমীর অনুষ্ঠানে বক্তাগণ

কোরআনকে শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে

ষ্টাফ রিপোর্টার ঃ আল-কোরআন একাডেমী লন্ডনের উদ্যোগে পবিত্র কোরআন নাযিলের মাস উপলক্ষে কোরআন বুঝার আন্দোলনের ৩ দিনব্যাপী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে বক্তাগণ বলেছেন, পবিত্র কোরআনকে অবশ্যই বুঝতে হবে।

ইহুদী ও মুশরিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদেরকে কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না। কোরআনকে শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোরআনকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

গতকাল (রবিবার) জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে একাডেমীর মহাপরিচালক হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাজাহান, সাউথ ইষ্ট ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এম শমসের আলী, জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের উপনেতা ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আব্দুস সোবহান এমপি, সরকার আব্দুস সালাম, অধ্যাপক আবু জাফর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমেদ।

অনুষ্ঠান চলাকালে একই স্থানে আল-কোরআন একাডেমী লন্ডন কর্তৃক প্রকাশিত কোরআনের অনুবাদ ও তাফসীরের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। প্রদর্শনীতে ছিল খাদিজা আখতার রেজায়ী অনুদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ। প্রদর্শনীতে দর্শকদের ভিড় ছিল লক্ষণীয়।

ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাজাহান বলেন, কোরআন পড়তে হবে, মাতৃভাষায় বুঝতে হবে। কিন্তু বিভিন্ন মাহফিলে কোরআনকে বুঝতে হবে এ কথা অনেকেই বলেন না। তিনি বলেন, যতদিন আমরা কোরআনকে বুঝতে না পারব ততদিন আমরা প্রকৃত মুসলমান হতে পারব না।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইসলামকে সকল পর্যায়ে, সকল মাধ্যমে ঢোকাতে হবে। যাকে যেভাবে ইসলামের পথে আনা যায়, তাকে সেভাবেই আনা দরকার।

ডঃ এম শমসের আলী বলেন, ইসলাম সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। কোরআন পাঠে বোঝা যায়, যাদের কাছে কিতাব পাঠানো হয়েছিল তারা সকলেই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুসা (আঃ) মুসলমানদের নবী ছিলেন। নব্য বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিকর্তাকে বুঝতে পেরে জড়ত্ববাদ থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। আল্লাহ বলেছেন, কোরআন বোকার জন্য নয়, চিন্তাশীলদের জন্য।

মাওলানা আবদুস সোবহান বলেন, এ উপমহাদেশে কোরআন বোঝার চেয়ে না বোঝার আন্দোলনই চলছে বেশী। আমাদের মধ্যে ধার্মিক ও বুজুর্গীন নামে পরিচিত একটি দল জনগণকে কোরআন বোঝানোর চেষ্টা করছেন না। তিনি বলেন, পবিত্র কোরআন নাযিলের কারণে রমজান মাস মর্যাদাবান হয়েছে। তিনি মর্যাদাপূর্ণ রমজান মাসে কোরআন বোঝার আন্দোলনের সাফল্য কামনা করেন।

অধ্যাপক আবু জাফর বলেন, মুসলমানরা যদি কোরআন বোঝার দিকে ফিরে না আসেন, তাহলে এ জাতির পূর্ব গৌরব ফিরে আসবে না। তিনি বলেন, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই পড়লে বড় পন্ডিত হওয়া যায় অথচ হযরত ওমর (রাঃ)-এর জীবনী পড়লে আমাদেরকে মৌলবাদী বলা হয়- এটাই দুর্ভাগ্য।

সরদার আবদুস ছালাম বলেন, মুসলমানদের কোরআন বোঝার চেষ্টা নেই। পবিত্র আল কোরআন শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকলে এ দেশের সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই কোরআন জানার বিষয়ে কিছু না কিছু পন্ডিত হতেন। তিনি বলেন, ইহুদী ও মুশরিকরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে. এমতাবস্থায় মুসলমানদেরকে কেবল আল কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না; কোরআন বুঝেই মুসলমানদেরকে অগ্রসর হতে হবে।